

## mgwK evoxi gvaİtg veKİ Avq İhıM Kİi cııevİ mİİi cİİm İ`Lvı wgyAvKZvi

সাগরদ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়া উত্তর ধুরং ইউনিয়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এর বাস্তবায়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তর ধুরং ইউনিয়নের ৫০ টি বাড়ি সমৃদ্ধি করা হয়। উক্ত ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের জুমা পাড়া এলাকার এ রকম ১টি বাড়ির মালিক শুকুর উল্লাহ (৪৭) তাহার ৩ ছেলে ৩ মেয়েসহ মোট পরিবারের ৮ সদস্য নিয়ে

সবজিচাষ,ভার্মিকম্পোস্টপ্লান্ট,বাড়িতে হাঁস/মুরগী পালন,ফলের গাছ ও ঔষুধি গাছসহ বিভিন্ন রকমের শীতকালীন সবজী চাষ করে যাচ্ছেন। পাশা পাশি স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট সহ বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করেছে, বাড়ীর আঙ্গিনায় পুকুরে মাছ চাষ করে এবং সবজী চাষ করে রিনা আকতার ধীরে ধীরে বাড়ির মালিকসহ সকলে মিলে লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে থাকেন।



ছবি সংগ্রহে: মোহাম্মদ রশিদ- সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা, তাং ২৭/০১/২০২২ইং



ছবি সংগ্রহে: মোহাম্মদ রশিদ- সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা, তাং ২৭/০১/২০২২ইং

তাহার পরিবার। পরিবারের বড় মেয়ের কিছু দিন হলো বিয়ে দিয়ে দেন এবং বড় ছেলে অন্যসে অধ্যয়নরত অবস্থায় রয়েছে। এছাড়াও পরিবারের বাকী ৪ ছেলে ও মেয়ে লেখাপড়ায় রয়েছে। শুকুর উল্লাহ তিনি দীন মজুরী কাজ করেন মাঝে মাঝে সাগরে মাছ ধরতে যায়। পরিবারে একমাত্র তিনিই উৎস। পরিবারের একজনের আয়ের উপর নির্ভর করে সংসারে শিক্ষা, চিকিৎসা,খাদ্য,বস্ত্র যোগান দিতে অনেক সময় অভাবে দিন যাপন বা কাহারো কাছে ধার করতে হতো। কিছু সময় পরিবার প্রধান নিজে অসুস্থ হলে, বা পরিবারের অন্য কোন সদস্য অসুস্থ হলে এছাড়াও পরিবারে বড় কোন খরচ দেখা দিলে তা সামাল দিয়ে দৈনিক সংসারের খরচ বহন করতে গিয়ে প্রায় সময় সমস্যায় পড়ে যেতে হয় তার পরিবারকে। আজ থেকে প্রায় ২ বছর পূর্বে তাহার পরিবারের পাশে গিয়ে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা-ফরিদ উদ্দিন, বাড়ির মালিকের সাথে কথা বলে সমৃদ্ধি বাড়ি করার পরিকল্পনা গ্রহন করেন। এবং তার দিক নির্দেশনায় বর্তমানে এ বাড়িটি সমৃদ্ধি বাড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাহার স্ত্রী মিনু আকতার বর্তমানে বিকল্প আয় করার জন্য কাজ কওে যাচ্ছেন। বর্তমানে-তিনি বাড়ীর আঙ্গিনায়

এ কার্যক্রমে কোস্ট ফাউন্ডেশন হতে বিভিন্ন উপকরণ নিশ্চিত করণে কিছু আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। বর্তমানে উক্ত পরিবারে -শাক সবজি, মাছ বিক্রয় করে অতিরিক্ত প্রতি মাসে ৩০০০/৪০০০ হাজার আয় যুক্ত হওয়ায় তাহার পরিবারে খুশির সাথে জীবন যাপন করছে। পাশাপাশি নিয়মিত পুকুরের মাছের মাধ্যমে পরিবারে আমিষের অভাব পূরন হচ্ছে, এবং বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজী চাষ হতে বিষমুক্তসবজি ও ফল খেয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করছে। সর্বশেষে তাদের পরিবার হতে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা- জনাব, ফরিদ উদ্দিনকে সহ কোস্ট পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

## m`İUj vBU wKıvK nİZ İmev İbtq mİıcwı qv RıvıZe (7) İwİZ gv KvDPvi İeMg

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধুরং ইউনিয়নের জহির আলী সিকদার পাড়া গ্রামের ৪নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন মাতা কাউচার বেগম। তিনি পেশায় গৃহিনী এবং স্বামী ইমতিয়াজ উদ্দিন দিন মজুরী কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। উক্ত



ছবি সংগ্রহে: মো: দিদারুল ইসলাম- সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা, তাং ১০/০১/২০২২ইং

জহির আলী সিকদার পাড়া গ্রামের স্বাস্থ্য পরিদর্শক জেসমিন আকতার খানা পরিদর্শনে গেলে দেখা যায় কাউচার বেগম এর মেয়ে ফারিয়া জান্নাত অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। শাগেদা বেগম থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান মেয়ে ২ দিন

## মহিলাদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন কর্মসূচির আয়োজন

সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত ১নং উত্তর ধুরং ইউনিয়নের কালারমার পাড়া গ্রামের ৭নং ওয়ার্ডে বসবাস করেন মাহমদুল করিম। তিনি পেশায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করার মতো অবস্থা নেই, তিনি নিজে একজন অন্ধসহ পরিবারে আরো ২জন অন্ধ সদস্য রয়েছে। বর্তমানে পরিবারে ছোট ছেলে দীন মজরী কাজ আবার মাঝে মাঝে সাগরে মাছ মারতে যায়। একমাত্র ছোট ছেলেই পরিবারে একমাত্র আয়ের উৎস। প্রতি মাসের ন্যায় কালারমার পাড়া গ্রামের স্বাস্থ্য পরিদর্শক ছাবেকুন্নাহার খানা পরিদর্শনে গেলে দেখা যায় মাহমদুল করিম অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে কোন প্রকার চিকিৎসা ছাড়া। মাহমদুল করিম এর স্ত্রী থেকে জানতে চাইলে তিনি জানান তিনি ৩ দিন যাবৎ বিভিন্ন রোগ নিয়ে অসুস্থ এবং তিনি স্থানীয় ঔষুধ এর দোকানে থেকে নিজে প্যারাসিটামল ঔষুধ নিয়ে সেবন করে, তাহার পরিবারের এমন অবস্থা যে, কোন ভাল ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা সেবা নিবে। এভাবে মাহমদুল করিম এর শারীরিক কোন উন্নতি না হলে, অভাবের সংসারে নিত্যদিনের খরচ মিঠিয়ে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে অসুস্থ অবস্থায় খুব বেশী চিন্তিত হয়ে পরিবারের নিজ সহ বাকী সদস্যরা। এই সময় কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৭নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য পরিদর্শক- ছাবেকুন্নাহার- তাহাকে আমাদের কোস্ট ফাউন্ডেশন (এম,বি,বি,এস) চিকিৎসকের দ্বারা পরিচালিত স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ইউনিয়নপরিষদে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। পরামর্শ অনুযায়ী মাহমদুলকরিমকে তার পরিবার ১০.০১.২০২২ ইং তারিখ স্যাটেলাইট



ছবি সংগ্রহে: মো: দিদারুল ইসলাম- সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা, তাং ১০/০১/২০২২ইং

ক্লিনিকেনিয়ে যায়। স্যাটেলাইট ক্লিনিকে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: জাহাঙ্গীর আলম- মাহমদুল করিম তার শারীরিক অবস্থা দেখে কিছু ঔষুধ ও পরামর্শ মূলক সেবা প্রদান করেন। গত ২৫/০১/২০২২ ইং তারিখ তাদের এলাকায় খানা পরিদর্শন করতে গিয়ে, অসুস্থ মাহমদুল করিম শারীরিক অবস্থার খবর নিয়ে জানতে চাইলে দেখা যায়, তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ঔষুধ সেবনে সুস্থ হয়ে ওঠেন। চিকিৎসা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতি এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শক আমেনা বেগম এর প্রতি কৃতজ্ঞা প্রকাশ করে।